দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 APR 1987
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

087

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ও টেস্টিং ইন্সটিটিউশন-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কার্যকলাপ

৬-এর পৃঃ পর

ইন্সপেক্টরেট চট্টগ্রামে স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই আঞ্চলিক অফিসই পূর্ণাঙ্গভাবে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউশন হিসাবে পরিচালিত হইতে থাকে এবং পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে সরকার এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইহাকে জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। সাবেক কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারও ১৯৫৭ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৫ সালে অধ্যাদেশ জারি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইহা সরকারী পরীক্ষাগার হিসাবে কাজ করে আসছিল।

২। বিএসটিআই প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যাবলী:

এই জাতীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য হলো:

(ক) দেশে উৎপাদিত শিল্প ও কৃষিজাত সকল পণ্যের মান নির্ণয়ন।

(খ) এই সকল মান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সকল শিল্প কারখানায় যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং

(গ) দেশে মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও পরিমাপ প্রচলন সহ এই সংক্রান্ত যাবতীয় মাপক যন্ত্রপাতির সঠিকতা ও সূক্ষ্মতা যাচাই।

৩। সংস্থার কাঠামো ও পরিচালনা:

বিএসটিআই একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং এর যাবতীয় কর্মকান্ডের দায়িত্ব সরকার কর্তৃক গঠিত একটি কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত। এই কাউন্সিলের প্রধান শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়। এছাড়া কাউন্সিলে শিল্প সচিব সহ আরও তিনজনের অধিক সদস্য আছেন; ইহারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প বণিক সমিতি সরকারী বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। কিন্তু দৈনন্দিন কার্যক্রম তদারকির দায়িত্ব একটি নির্বাহী কমিটির উপর থাকিবে। সংস্থার প্রধান একজন মহাপরিচালক যিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

৪। মান কিভাবে নির্ণয় করা হয়:

মান নির্ণয়ের জন্য এই সংস্থার ৫টি কারিগরি বিভাগ আছে। এই সব বিভাগ যেমন কৃষি ও খাদ্য বিভাগ, রসায়ন বিভাগ, বৈদ্যুতিক বিভাগ, পাট ও বস্ত্র বিভাগ, এবং প্রকৌশল বিভাগ দক্ষ এবং পারদর্শী কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালনা করা হয়। এই সব কর্মকর্তা নিজ নিজ বিভাগের নির্ধারিত খসড়া মান বিভাগীয় কাউন্সিল এবং বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ণয় করেন এবং জাতীয় মান হিসাবে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেন। এইসব মান পুস্তিকার একটি পণ্য বা প্রক্রিয়ার ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য যথা আকর প্রাকৃতিক গুণাবলী রাসায়নিক গুণাবলী ও তার নির্ধারিত সীমা, কোন ক্ষতিকারক পদার্থ থাকার সম্ভাবনা থাকলে তার সীমা, নমুনা সংগ্রহেরও নির্ধারিত গুণাগুণ পরীক্ষার পদ্ধতি দেওয়া থাকে। এই মানটি এখন প্রস্তুতকারক, ক্রেতা ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তারা ব্যবহার ও এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন।

৫। মান নিয়ন্ত্রণ:

কোন পণ্য বা সামগ্রীর মান নির্ধারণের পর পণ্যটি মান অনুযায়ী তৈরী ও বাজারজাতকরণকে মান নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। ক্রেতা সাধারণের স্বার্থ রক্ষা এবং দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যটিকে সুনামের জন্য এই মান নিয়ন্ত্রণ একান্ত অপরিহার্য। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন তার সিএম ডিভিশনের মাধ্যমে শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। বিএসটিআই-এর পরামর্শক্রমে সরকার ইতিমধ্যেই ৬৮৭ বিভিন্ন জাতের পণ্য বাজারজাতকরণের পূর্বে বিএসটিআই-এর সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছেন। বিএসটিআই পণ্যের উপর তখনই সনদ মঞ্জুর করেন যখন পণ্যটি পরীক্ষা নিরীক্ষায় জাতীয় মানের সমতুল্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। সনদপ্রাপ্তির বলে প্রস্তুতকারক পণ্যটির উপর মান চিহ্ ব্যবহার করবেন যার অর্থ পণ্যটি মান সম্মতভাবে তৈরি এবং বিএসটিআই কর্তৃক অনুমোদিত বিএসটিআই এ পর্যন্ত ২৫০টি ও বেশী প্রস্তুতকারককে বিভিন্ন পণ্যের উপর সিএম সনদ প্রদান করেছে এবং আরও বহু প্রস্তুতকারক সনদপ্রাপ্তির অপেক্ষায়।

৬। মেটলজি:

বিএসটিআই-এর উপর দেশে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি তথা মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও মাপ পরিবর্তনের এবং সব মাপক যন্ত্রপাতির সূক্ষ্মতা ও সঠিকতা যাচাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনে ১৯৮২ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠান প্রয়াস চালিয়ে যাচেছন। ইতিমধ্যে ৪টা বিভাগীয় অফিস স্থাপন করে এই পদ্ধতি সরকারী পর্যায়ে সম্পূর্ণভাবে এবং বেসরকারী পর্যায়ে প্রায় ৫০/৬০ শতাংশ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হচ্ছে। আশা করা যাচেছ আর ২/১ বৎসরের মধ্যেই মেট্রিক পদ্ধতি দেশে পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হবে।

৭। পরীক্ষাগার:

বিএসটিআই-এর নিজস্ব পরীক্ষাগার আছে এবং এখানে সব রকমের দেশীয় কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য এবং আমদানীকৃত সামগ্রী ও রফতানীযোগ্য পণ্যের মান বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুব্যবস্থা রহিয়াছে। এই পরীক্ষাগার পরিধি ক্রমশঃই প্রসারিত করা হচেছ এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম ও খুলনায় বিএসটিআই-এর বিভাগীয় পরিদফতর স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৮। গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারই বিএসটিআই-এর প্রাণ কেন্দ্র। বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণামূলক পুস্তক, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশের মান পুস্তিকা বুলেটিন ও জার্নাল দ্বারা এই গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দসহ শিল্পে নিয়োজিত বহু কর্মকুশলী এই গ্রন্থাগার থেকে লাভবান হচেছ।

৯। আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য:

বিএসটিআই আন্তর্জাতিক মান সংস্থাসহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য এর মধ্যে এফ এ ও ডাব্লিউ এইচ ও-এর কোডেক্স এলিমেন্টেরিয়াম কমিশন, এশিয়া প্যাসিফিক মেট্রোলজি প্রোগ্রাম উল্লেখ যোগ্য।

উপসংহার

সরকার এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন শিল্প বিকাশকে সহায়তা করা, পণ্য সামগ্রীর মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে রফতানী বাণিজ্যের প্রসার ঘটান এবং সর্বোপরি ক্রেতাসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সব রকম সহায়তা করে দেশের তথা অর্থনৈতিক ও সার্বিক উন্নতি সাধন আমাদের সকলেরই কাম্য।